1431 হিজরীতে বার্মিংহামে রমজানে তিনজন ব্যাক্তি কর্তৃক চাঁদ দেখা সম্পর্কে দারুল উলুম দেওবন্দের ফতাওয়া

(Fatwaa from Darul Uloom Deoband for Testimony from Three Witnesses' Sighting of Hilal of Ramadhan 1431 in Birmingham)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা

আস্সালামু আলাইকুম

আপনাদের হয়ত মনে আছে গত ১০ আগস্ট ২০১০ বার্মিংহামে মাগরিবের নামাজের পর তিনজন ধার্মিক লোক কর্তৃক চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচারিত হয় । তার মাঝে একজন হলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, অপরজন হলেন হফেজ এ কুরআন এবং তৃতীয় জন হলেন একজন ধার্মিক তাবলিগী কাজে ব্যস্ত লোক । তাঁরা তাঁদের চাঁদ দেখার সত্যতা কিছু সংখ্যক মুসল্লী এবং স্থানীয় ইমাম জনাব মাওলানা আব্দুর রব সাহেবের সামনে প্রত্যায়িত করেন । অতঃপর সেন্ট্রাল মুন সাইটিং কমিটীর সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সামনাসামনি তাঁদের জবানবন্দী নেয়া হয় এবং কাগজে তাঁদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় । সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য তা প্রকাশ করা হয়, যা আজও আমাদের ওয়েব সাইটে দেখতে পাওয়া যাবে ।

তখনও আমরা বলেছিলাম যারা ৩০ দিনে শাবান মাস হিসাব করেছিলেন তাদেরকে একদিনের রোজা কাজা করতে হবে । অন্যথায় তারা শক্ত গোনাহের ভাগী হবে । আপনাদের হয়ত এ ও মনে থাকতে পারে যে কিছু সংখ্যক মানুষ এই চাঁদ দেখাকে অবিশ্বাস্য বলে অপপ্রচার করেন । তারা বলেন যে এই চাঁদ দেখা সম্পূর্ণরুপে বৈজ্ঞানিক থিয়রীর বিপরীত । তাছাড়া এই ঘোষণা এক সপ্তাহ পরে দেয়া হয়। অতএব তা গ্রহণীয় নয় । এটা জানার পরেও যে এই তিনজন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁদের খবরের সত্যাসত্য শুধু যে CMSC কর্তৃক যাচাই করা হয়, তা নয়, বরং স্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং ধর্মানুরাগী বিশেষ ব্যাক্তিবৃন্দ কর্তৃক ও নেয়া হয়। সর্বপোরী বিজ্ঞ আলেমদের প্রদত্ত ফতাওয়া ও এই চাঁদ দেখার গ্রহণযোগ্যতার প্রতি নির্দেশ প্রদান করে ।

এতকিছুর পরেও তারা থেমে থাকেননি । তারা বরং এর উল্টা প্রচারনা চালাতেই থাকেন । যারা একদিনের রোজা কাজা করতে চেয়েছিল তাদের গোনাহের ভারটাও তারা নিতে বাধ্য হন।

যাহোক, সবকিছু বিস্তারিত লিখে এবং যাঁরা চাঁদ দেখেছেন তাঁদের স্বাক্ষরিত স্বাক্ষ্য নামা সহ আমরা দারুল উলুম দেওবন্দে একটি প্রশ্ন পাঠাই । ফতাওয়া আকারে তার বিশদ বিবরণ গত ১০. ০১. ২০১১ ইং তারিখে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় ।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতাওয়ার বিবরণ নিম্নরুপঃ-

(ক) নবী করীম (স.) চোঁখে চাঁদ দেখাকে নির্ভরযোগ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন । জোতির্বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত ফর্মুলা নিউ মুন থিয়রীকে নয় ।

(খ) শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য জোতির্বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত গণনা ধর্তব্য নয় ।

(গ) ইসলাম ধর্মে চাঁদ দেখার জন্য জোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা কখনও মাপকাটি ছিলনা ।

(ঘ) শরীয়তের দৃষ্টিতে বার্মিংহামের চাঁদ দেখাকে মেনে নেয়া অপরিহার্য্য এবং এ অনুযায়ী আমল করা কর্তব্য ।

(ঙ) সংবাদ প্রাপ্তির ১ সপ্তাহ পরেও তা মানা কর্তব্য ।

(চ) এই ফতাওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে তিন জন লোক চাঁদ দেখেছেন—তাঁরা বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ।

মূল ফতাওয়াঃ-

আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু
ইসলাম ধর্মে খালি চোঁখে চাঁদ দেখা অথবা স্বাক্ষির স্বাক্ষ্য এই দুই পন্থাই হচ্ছে একমাত্র গ্রহণীয় পন্থা ।

চাঁদ দেখার ভিত্তি জোতির্বিজ্ঞানীদের গণনার উপর নির্ভর করে হতে পারেনা । কেননা এগুলো মানুষের তৈরী—যাতে ভুলের সম্ভাবনা বিদ্যমান । এজন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণীয় নয় ।

পরবর্তী যুগের উলামাবৃন্দ তা অগ্রাহ্য করেছেন এবং যারা গণনকে ধর্ত্যব্যের মধ্যে নেন তাদের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন । এব্যাপারে আল্লামা শামীর উক্তি প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেন, নবী করীম (স.) গণনাকে ধর্তব্যের মধ্যে নেননি । বরং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এভাবে
“আমরা নিরক্ষর জাতি । লিখতে এবং হিসাব করতে জানিনা । মাস কখনও এরুপ এবং কখনও এরুপ । (তিনি তাঁর হাতের ১০ আঙ্গুলকে তিনবার খুলেন, এবং শেষবারের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীকে চুপিয়ে রাখেন । যা ২৯ কে নির্দেশ করে ।
এবং আবার তিনি এভাবে করেন এবং সব আঙ্গুল খুলে রাখেন । যা ৩০ কে নির্দেশ করে ।) (সহীহ বুখারী ১/২৫৬) সহীহ মুসলিম ১/৩৪৭)
আপনাদের শহরে আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার কাণে চাঁদ দেখা যায়নি । কিন্তু বার্মিংহামে তা দেখা যায় । অতএব এর উপর আমল করা কর্তব্য । সংবাদ ঐদিন আসুক বা এক সপ্তাহ পরে আসুক, এতে কোন ব্যবধান পড়বেনা ।চাঁদ দেখার সত্যতাকে গ্রহণ করতে হবে ।

এক্ষেত্রে অধিক লোকর দেখার (জম্মে গফীর) প্রশ্ন অবান্তর। কেননা রোজার ক্ষেত্রে একজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। মাশাআল্লাহ এখানে তো তিনজন স্বাক্ষী বিদ্যমান। সবাই নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। সুতরাং এই ঘোষণাকে মেনে নিতে হবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী যারা রোজা রাখেননি, তাদেরকে একদিনের রোজা কাজা করতে হবে।
যারা হাদীস এবং ফিকহ মানছেননা, তারা প্রকাশ্যত ভুল করছেন। তাদেরকে পরিহার করা উচিৎ এবং ইসলামিক মতে আমল করা কর্তব্য।
আল্লাহ অধিক জ্ঞানী।

স্বাক্ষরঃ-
(মুফতী) হাবীবুর রহমান
মুফতী দারুল উলুম দেওবন্দ
৬ সফর, ১৪৩২ হি
ফতাওয়াটি সঠিক
স্বাক্ষরঃ- **(মুফতী) মাহমুদুল হাসান**
(মুফতী) ওয়াকার আলী
(মুফতী) কামরুল ইসলাম
(সীলঃ- দারুল ইফতা, দারুল উলুম দেওবন্দ)